তারিখ 26 DEC 2012 পৃষ্ঠা ... কলাম ... ৪

সংবাদ

সব শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই জানুয়ারির প্রথম দিনেই

- সরবরাহ শেষ ২৪ কোটি ৭২ লাখ কপি বই
- ওয়েবসাইটে ১১১টি বই

রাকিব উদ্দিন

১ জানুয়ারি দেশব্যাপী পালন হবে পাঠ্যপুস্তক উৎসব। এই উৎসবকে সর্বাত্মক সফল করতে ইতোমধ্যে নতুন শিক্ষাবর্ষের (২০১৩) বিনামূল্যের প্রায় ২৪ কোটি ৭১ লাখ কপি পাঠ্যবই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। বাকি এক কোটি ৪৫ লাখ কপি পাঠ্যবই চলতি সপ্তাহেই সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সরবরাহ হবে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। [illegible] মুদ্রণ ও এনসিটিবির ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। [illegible] পাঠ্যবই খোলা বাজারে বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের ধরতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহের কার্যক্রম জাতির সামনে তুলে ধরতে আজ দুপুরে নিজ মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন করছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এবার জাতীয় পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে রাজধানীর রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে। এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, 'প্রাথমিকের সব বই ইতোমধ্যেই মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ শেষ।

নতুন বই : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

নতুন বই : প্রথম দিনেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিকের ৯০ শতাংশের বেশি বই উপজেলায় পৌঁছেছে। বাকি বই ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবশ্যই পৌঁছবে। কাজেই বই নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই।' প্রসঙ্গত, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১০ সাল থেকে ১ জানুয়ারি পাঠ্যপুস্তক উৎসব পালন করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ওয়েবসাইটে ১১১ বই

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ১১৬টি বইয়ের মধ্যে ১১১টি এবার নতুন কারিকুলামে ছাপা হচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় ১৭ বছর পর পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত কারিকুলামের ১১১টি বই ১ জানুয়ারি থেকে এনসিটিবি (ীী.হপঃন.মড়া.নফ) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (ীী.সড়বফ.মড়া.নফ) ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এসব বই আকর্ষণীয় ও সহজে ব্যবহারযোগ্য ই-বুকে কনভার্ট করে ীী.বনড়ড়শ.মড়া.নফ আপলোড করা হচ্ছে। ১১৬টি বইয়ের পাঁচটি বইয়ের কারিকুলাম সচরাচর পরিবর্তন হয় না। সেগুলো হলো- মুসলিম সম্প্রদায়ের আরবি, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পালি, সংস্কৃতি ও সংগীত শিক্ষা।

এ বিষয়ে অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেছেন, ৩১ ডিসেম্বরই নতুন কারিকুলামের ১১১টি বই ওয়েবসাইটে দেয়া হবে। ১ জানুয়ারি থেকেই সবাই নতুন পাঠ্যবই ওয়েবসাইটেও পড়তে পারবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।'

এনসিটিবি জানায়, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য মোট পাঠ্যবই ছাপা ও সরবরাহ হচ্ছে ২৬ কোটি ১৭ লাখ ৭৪ হাজার ৬০৬ কপি। এরমধ্যে প্রাথমিক স্তরের শতভাগ অর্থাৎ ১০ কোটি ৭৮ লাখ ৬২ হাজার ৭১৪ কপি ইতোমধ্যেই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহের কার্যক্রম শেষ হয়েছে।

মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা স্তরের জন্য পাঠ্যবই ছাপা ও সরবরাহ হচ্ছে মোট ১৫ কোটি ৩৯ লাখ ১১ হাজার ৮৯২ কপি। এরমধ্যে গতকাল পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে ১৩ কোটি ৯৩ লাখ ৩৬ হাজার ৪৩৫ কপি। অর্থাৎ এসব বইয়ের ৯০ দশমিক ৫৩ শতাংশ বই সরবরাহ হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, বিরোধীদলগুলোর ঘন ঘন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও দেশব্যাপী জামায়াত-শিবিরের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কারণে দূর-দূরান্তের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সময়মতো পাঠ্যবই সরবরাহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার কিছু অযোগ্য মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান নিজেদের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি বই মুদ্রণের কার্যাদেশ নিয়ে তা মুদ্রণ ও সরবরাহে হিমশিম খাচ্ছে। তবে এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে যারা বই সরবরাহে ব্যর্থ হবে তাদের বই আর নেয়া হবে না। বাফার স্টকের (আপদকালীন মজুদ) পাঁচ শতাংশ বই দিয়ে ওই ঘাটতি পূরণ করা হবে। পাশাপাশি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে।

কালোবাজারিদের ধরতে দায়সারা অভিযান

বিনামূল্যের পাঠ্যবই খোলা বাজারে অবৈধভাবে বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের খুঁজে বের করতে গত ১৯ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, '২০১৩ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণ প্রতিরোধে জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ পুলিশি অভিযান পরিচালনার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।' কিন্তু পুলিশের অভিযানের আগাম তথ্য পৌঁছে যায় অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে। ফলে গত বৃহস্পতিবার রাজধানীর নীলক্ষেত বাজারে সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে একটি বইও উদ্ধার করতে পারেনি। পুলিশের নিষ্ফল অভিযানে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এনসিটিবির কর্মকর্তারা। এছাড়া সূত্রাপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় এখন প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে বিনামূল্যের পাঠ্যবই এবং বিভিন্ন ছাপাখানায় ছাপা ও বাঁধাই হচ্ছে অবৈধ নোট-গাইড।

এনসিটিবির পাঠ্যবই তদারকির দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা জানান, অবৈধ নোট-গাইড ব্যবসায়ীরা নানাভাবে পাঠ্যবই সরবরাহ বাধাগ্রস্ত ও বিলম্ব করতে অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। কিন্তু নিয়মিত মাসোহারা পেয়ে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। প্রসঙ্গত, এনসিটিবির ৭০ জন কর্মকর্তার একটি টিম নিয়মিত পাঠ্যবই মুদ্রণ ও সরবরাহ কার্যক্রম মনিটরিং করছেন; তারা এখন শুক্রবার ও সরকারি বন্ধের দিনও দায়িত্ব পালন করছেন।

চারটি সহায়ক বইও বিনামূল্যে

প্রথমবারের মতো এবার মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণী) শিক্ষার্থীদের চারটি সহায়ক বই বিনামূল্যে দিচ্ছে এনসিটিবি। ফলে শিক্ষার্থীদের অত্যন্ত চড়া দামে খোলা বাজার থেকে আর নিম্নমানের সহায়ক বই কিনে পড়তে হবে না। সহায়ক বই চারটি হলো ইংরেজি ব্যাকরণ ও রচনা, মাধ্যমিক বাংলা সহপাঠ; বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি এবং রচনা সম্ভার।

এ বিষয়ে অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, 'সহায়ক বই ফ্রি দিতে সরকারের আলাদা কোন বরাদ্দ নেই। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই ছাপতে কাগজসহ দরপত্র আহ্বান করায় সরকারের খরচ অনেক কম হয়েছে। সেই টাকা দিয়েই সহায়ক বই বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে।'